বালি মাফিয়াদের রুখতে জেলাপ্রশাসনকে দায়িত্ব ঃসেচমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণের বিভিন্ন জেলায় নদী থেকে অবৈধ ও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে বালি চুরিরোধ করায় বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেভাবে জেলায় জেলায় বিভিন্ন নদীতে ঘাট তৈরী করে বেআইনি বালির রমরমা কারবার চলছে তা বন্ধ করতে হিমশিম খাচ্ছে যখন জেলা থেকে মহকুমাপ্রশাসন তখন দুর্গাপুরে এসে বালি মাফিয়াদের চিহ্নিত করবার দায়িত্ব জেলাপ্রশাসনের কাঁধেই চাপানোর কথা জানিয়ে যান রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। দুর্গাপুর মহকুমার লাউদোহা ব্লকে অজয় নদ, টুমনি নদী, কুনুর নদী থেকে অবাধে বালি তোলার অভিযোগ উঠছে দীর্ঘদিন ধরে। মাঝে লাউদোহার বিডিও কিছু অবৈধ বালি বোঝাই লরি ধরপাকড় করে তা ফরিদপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিলেও এখন আবার সব চুপচাপ। পান্ডবেশ্বরে অজয় নদের তীরে কমপক্ষে ৫টি বালিঘাট তৈরী করে অবাধে চলছে বালি তোলার কাজ। এই ঘাটগুলি থেকে গাড়ি গাড়ি বালি তুলে তা পৌঁছে যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। অন্ডালের কুটিরডাঙ্গা, শ্রীরামপুর, মদনপুর এলাকায় দামোদরের নদীঘাট থেকে প্রতিদিন বহু গাড়িতে চুরি হওয়া বালি বোঝাই হয়ে তা চলে যায় বিভিন্ন জেলাতে। কাঁকসা ব্লকে অজয় এবং দামোদর এই ২ নদীর পাড় থেকেই অবাধে বালি তোলার ভুরি ভুরি অভিযোগ। আর পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠি এবং দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক শঙ্খ সাঁতরা অভিযান চালিয়ে কাঁকসা থেকে বহু বেআইনি বালি বোঝাই গাড়ি আটক করে তাদের জরিমানা দেওয়া করানো। কিন্তু এইভাবে বালি চুরি বন্ধ করা যায়নি। বরং বালি মাফিয়ারা মাঝে মধ্যে জরিমানা দিয়ে সরকারি রাজস্বকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আরো বেশী উৎসাহের সাথে এই বালি চুরির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। দুর্গাপুরের শ্যামপুরে জেসিপি দিয়ে দামোদর থেকে বালি তুলে তা গাড়িতে বোঝাই করে রমরমা চোরা কারবার চলছে। স্থানীয় দাদাদের মদতে চলতে থাকা এই বালি চুরির খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে সংবাদমাধ্যমের কর্মীরাও। দুর্গাপুর ব্যারাজের সম্প্রতি লকগেট ভাঙার নেপথ্যেও কি বালি মাফিয়াদের কোনো ভূমিকা ছিল? এমন কথা উঠে আসার পরে রাজ্যের সেচমন্ত্রী দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার কথাও জানিয়ে দেন। লকগেট ভাঙার ঘটনার পরেই বাঁকুড়া এবং দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসন যৌথভাবে দামোদরে অভিযান চালিয়ে ২টি বালি তোলার যন্ত্রসহ বেশ কয়েকটি বালিবোঝাই গাড়ি ধরপাকড় করে তা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু সেচমন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী বুধবার দুর্গাপুরে যা জানিয়েছিলেন তাতে বালি মাফিয়াদের ট্র্যাক করবার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই সরকারের সময়কালে এখনও অবধি বালির চোরাকারবারের ভুরি ভুরি অভিযোগ পাওয়া গেলে বালিবোঝাই লরির চালক ছাড়া আজ অবধি একজনও বালি মাফিয়াকে ধরে শাস্তি দেওয়া যায়নি। রাতারাতি ফুলেফেঁপে ওঠা এই বালিমাফিয়াদের সাথে পুলিশ এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের যে যোগ আছে তা নিয়েও বহু অভিযোগ উঠেছে, যার উত্তর দিতে গিয়ে সেচমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কয়লা, লোহা মাফিয়াদের রেয়াত করেননি। আর বালি মাফিয়াদেরও রেয়াত করবে না। তবে সেচমন্ত্রীর কথায় গ্রীণ ট্রাইবুন্যালের নির্দেশ মেনেই বালিঘাটগুলিরই অক্সেন করা হয়েছে। বালি মাফিয়াদের ট্র্যাক করা হচ্ছে। এখন দেখার শুধু একদিনের অভিযান আর তাতেই বালির চোরাকারবার বন্ধ করতে কতটা সফল হয় জেলা এবং মহকুমাপ্রশাসন। তবে বালি মাফিয়াদের চিহ্নিত করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কড়া শাস্তি দেওয়া যায় ততক্ষণ যে এই চুরি আটকানো যাবে না তা প্রশাসনের বহু আধিকারিক এক বাক্যে স্বীকার করছেন।

ডেপুটেশন দিতে গিয়ে আক্রান্ত ১৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরের ফরিদপুর ব্লকের বিডিও অফিসে বেশ কিছু দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে শাসকদলের কর্মীদের হাতে আক্রান্ত বিজেপি নেতা-নেত্রীসহ কর্মীরা। আহত ১৫ জন বিজেপি নেতাকর্মী। বিজেপির এক মহিলা নেত্রী শ্লীলতাহানির অভিযোগ তোলেন। অভিযোগ অস্বীকার করে শাসকদল। দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে বৃহস্পতিবার ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে নয় দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অন্যান্য ব্লকগুলিতে নির্বিঘ্নে এই ডেপুটেশনের কাজ সম্পন্ন হলেও ফরিদপুর ব্লকে উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির পক্ষ থেকে ফরিদপুর ব্লকের বিডিওকে ডেপুটেশন দিতে যায়। নেতৃত্বে ছিলেন পান্ডবেশ্বর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী জীতেন চ্যাটার্জী এবং তাঁর স্ত্রী মহিলা মোর্চার নেত্রী সোনালী চ্যাটার্জী। তাঁদের অভিযোগ, যখন তাঁরা ডেপুটেশন দিতে যান তখন ব্লক সমষ্টি আধিকারিকের অফিসেই ছিলেন ফরিদপুর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায়। সেখান থেকে সুজিতবাবু বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় ১৫০ জন কর্মী হাতে রড, লাঠি, বাঁশ নিয়ে আক্রমণ চালালে আহত হন বিজেপি নেতা জীতেন চ্যাটার্জী এবং তাঁর স্ত্রী মহিলা নেত্রী সোনালী চ্যাটার্জী-সহ মোট ১৫ জন বিজেপি কর্মী সমর্থক। আহত নেত্রী সোনালী চ্যাটার্জীর অভিযোগ, আগে থেকেই ওরা তৈরী ছিল। আমরা গরীব মানুষের অধিকার নিয়ে লড়াই করতে গিয়েছিলাম। কোনো মানুষের সাথে লড়াই করতে যাইনি। কিন্তু যেভাবে পরিকল্পিত আক্রমণ করলো তা নিন্দনীয়। তাঁকে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন সোনালীদেবী। বিজেপির আহত নেতা কর্মীদের দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তিনজনকে ভর্তি করতে হয়। তিনজন বিজেপি কর্মীর মধ্যে একজনের হাত ও একজনের পা ভাঙে এবং একজনের মাথা ফেটে যায়। ঘটনার অভিযোগ জানানো হয় ফরিদপুর থানায় বিজেপির পক্ষ থেকে। অন্যদিকে, ফরিদপুর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায়ের পাল্টা অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা ডেপুটেশন দেওয়ার পরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যসরকার সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করতে থাকে এবং তারা নিজেরাই মারামারি করে শাকদলকে কলঙ্কিত করতে থাকে। আমাদের কর্মীরা সংযত ছিল। এই ঘটনার পরে ফরিদপুরে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তবে বিজেপি কর্মীদের আশঙ্কা যাঁরা এদিন ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন রাতের অন্ধকারে তাঁদের বাড়িতে হামলা চালাবে শাসকদল।

দুই বর্ধমান জুড়ে বিজেপির উত্থান দিবস পালন

ভারতীয় জনতা পার্টি
কাঁকসা ব্লক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ সারা রাজ্যে বৃহস্পতিবার পালিত হয়েছে বিজেপির উত্থান দিবস। পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের এই উত্থান দিবসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়-র উপস্থিতিতে এদিন দুপুরে পথসভা ও এসডিএম অফিসে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। এদিন বাবুল সুপ্রিয়-র পাশাপাশি স্থানীয় বিজেপির নেতৃত্বও উপস্থিত ছিলেন। মুকুল সম্পর্কে বাবুলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সবে মুকুল ধরেছে এরপর বড় বড় আম ধরবে। এছাড়াও তিনি আসানসোল পুরনিগমের অগ্রগতির কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না বলে অভিযোগ তোলেন। অন্যদিকে, পশ্চিম বর্ধমানের গলসি ১নং ব্লকে বিজেপির পক্ষ থেকে বিডিওর কাছে সন্ত্রাসমুক্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবিতে এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এই স্মারকলিপিতে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেবার পূর্ণ নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়। এছাড়াও গলসি ১নং পঞ্চায়েত এলাকায় ঢালাই রাস্তা তৈরির দাবি করা হয়। গলসির পাশাপাশি কাঁকসায় বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেয় বিজেপি কর্মীরা। পানীয় জল, সরকারি আবাসন, সরকারি বিনামূল্যে গ্যাস, বার্ধক্য ভাতা এই চার দফা দাবি নিয়ে কাঁকসার বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেয় পানাগড়ের বিজেপিকর্মীরা। এই দিন বিজেপির বর্ধমান জেলা সভাপতি সন্দীপ নন্দীর নেতৃত্বে প্রায় ৫০০ কর্মী সমর্থক মিছিল করে ডেপুটেশন দেয়। বিজেপির জেলা সভাপতি সন্দীপ নন্দী এইপ্রসঙ্গে বলেন, কাঁকসায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ও উজালা যোজনা নিয়ে চরম দুর্নীতি হয়েছে। তৃণমূল নেতারা জোর করে তোলা আদায় করেছেন ঘর প্রাপকদের কাছ থেকে। বিজেপির জেলা সভাপতি বলেন, ডিজিটাল রেশন কার্ড পাননি বহু পরিবার আর কার্ড না পাওয়ার ফলে রেশন পাচ্ছেন না তাঁরা। এছাড়াও পানাগড়ের বিজেপি নেতা রমন শর্মা বলেন, কাঁকসা ব্লকে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ এবার জোট বেঁধেছে। তবে এদিনের মিছিলে হিন্দিভাষীদের যোগদান ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে ব্লকে ব্লকে স্মারকলিপি প্রদান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে বিজেপি। বিজেপি নেতা কৃষ্ণ ঘোষ, জয়দীপ চট্টরাজ, অসীম মন্ডল, সুশান্ত পান্ডে প্রমুখরা জানিয়েছেন, ১০০ দিনের কাজ নিয়ে শাসকদলের নেতা ও প্রশাসনিক কর্তারা দলবাজি করছে। আবাস যোজনার নিয়ম-সহ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেতারা। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের চেক বিতরণ নিয়েও দলবাজির অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। এক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা সরকারি ক্ষতিপূরণের চেক হাতে পাচ্ছেন না। দলীয় কর্মীসমর্থকদেরই সরকারি সুযোগসুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে শাসকদলের নেতানেত্রীরা। এইসবের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার সারা রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ এবং স্মারকলিপি প্রদান করা হয় বিজেপি দলের তরফ থেকে। বিজেপির পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ জানিয়েছেন যে, শাসকদল তাদের নিজের খেয়ালখুশিমতো কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি প্রতিনিধিরা তাঁদের এই দাবিগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল না হলে আগামী দিনে বৃহৎ আন্দোলনে নামা হবে বলে হুশিয়ারি দেন বিজেপি জেলানেতারা। এই জেলারই আউশগ্রাম ১ ও ২ ব্লক, কাটোয়া, কালনা, মেমারি, বর্ধমান শহর, জামালপুর প্রভৃতি ব্লক জুড়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মুদির দোকানই এখান পেট্রোল পাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ বাইক নিয়ে যেখানে খুশি যাওয়া যায়। পেট্রোল কম আছে কিম্বা ফুরিয়ে যেতে পারে? চিন্তা নেই। মুদির দোকান থেকে সাইকেল সারানোর দোকান সবজায়গাতেই মিলবে পেট্রোল আর ডিজেল। গভীর জঙ্গলমহল এলাকায় যাচ্ছেন তো চিন্তা কেন? এখানেও মিলবে পেট্রোল। দু-পাঁচ টাকা বেশি লাগবে কিন্তু হাতের কাছে তো পেয়ে যাচ্ছেন। পেট্রোল নিতে এখানে লাগে না হেলমেট। পকেট থেকে টাকা বার করুন আপনার বাইকে কিম্বা ম্যাক্সি ক্যাবের ট্যাঙ্কারে চলে যাবে তেল। একটু ভেজাল থাকতে পারে। তবে ভরসা পাবেন ভেজাল তাঁরা মেশান না। যেখান থেকে কিনে আনা হয় সেখানেই মেশানো হয় ভেজাল তবে তা সামান্যই। এমন ভরসাও জুটবে। চিন্তা করার চেয়ে ৭৫ টাকা দিয়ে দিন আর বাইক ছুটিয়ে চলে যান নিজের গন্তব্যে। তবে আপনি যদি ২৫ টাকার তেল কিনতে চান তাও পাবেন। এমন ব্যবস্থা কি আর পেট্রোল পাম্পে পাবেন? মিলবে এটাই কাঁকসা ব্লকের পানাগড়-মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক থেকে কাঁকসার গভীর জঙ্গলমহল এলাকার সব এলাকাতেই। কাঁকসা ও বুদবুদ থানা এলাকার যেকোন প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাতেই পেট্রোল আর ডিজেল মিলছে। মুদিখানা থেকে সাইকেল সারানোর দোকান সবখানেই পাওয়া যাচ্ছে পেট্রোল আর ডিজেল। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বিক্রি হচ্ছে এই পেট্রোল আর ডিজেল। রাজাডাঙ্গা আদিবাসী গ্রাম। তিরিশটি পরিবার নিয়ে এই গ্রাম। গভীর শাল জঙ্গলের ভিতর গ্রাম। পাশেই রাস্তা। দোমড়া থেকে বিধাননগর ভায়া আড়া শিবতলা। জাতীয় সড়ক এড়িয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে শর্টকার্ট রোড। প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তা কম পার হতে হয়। সবচেয়ে বড় ব্যাপার ২নং জাতীয় সড়ককে এড়িয়ে যাওয়া যায়। আর তাই রাজাডাঙ্গার এই মুদিখানার মালিক লিখে রেখেছেন পেট্রোল আর ডিজেল পাওয়া যায়। সাদা কাগজে লিখে দোকানের পাঁচিলে সেঁটেও দিয়েছেন। তা বিক্রি কম হয় না। ২০ লিটার পেট্রোল বিক্রি আছে সারা দিনে। রাজাডাঙ্গা শুধু নয় কাঁকসা ব্লকের যেকোন গ্রামেই মিলেছে এই পেট্রোল। বাইকচালকেরা বলছেন, পেট্রোল পাম্পের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। তাই গ্রামে গ্রামে এই পেট্রোল বিক্রির ব্যবস্থা থাকায় বাইক চালকদের সুবিধা হয়েছে। সুধাময় রায় বলেন, পেট্রোল নিতে হলে কমপক্ষে দশ থেকে পনেরো কিলোমিটার যেতে হয়। ঘরের কাছেই যদি পাওয়া যায় পেট্রোল তবে তো সুবিধাই হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন এই বাইকচালক। কিভাবে আসছে এই পেট্রোল, প্রশ্ন করতেই বেশ কয়েকজন জানালেন, কিছু এলাকায় এখনও তেল কাটা (চুরি) হয়। ট্যাঙ্কার থেকে এক বিশেষ কায়দায় তেল কেটে নেওয়া হয়। তাদের কাছ থেকে কিনে আনা হয়। লিটার পিছু পাঁচ থেকে সাত টাকা লাভ থাকে বলে জানা গিয়েছে এইসব পেট্রোল বিক্রেতাদের কাছ হতে। এভাবেই আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলছে মুদিখানা থেকে সাইকেল সারানোর দোকানে পেট্রোল পাম্প। তবে এতে অন্যায় দেখছেন না সাধারণ বাইকচালকেরা।

দেড়শো বছর পূর্তিতে বইমেলা

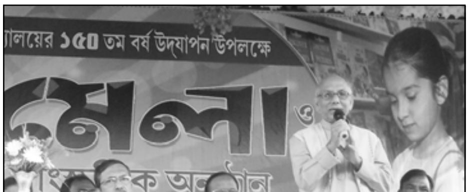
...ালয়ের ১৫০ তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে
মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ কালনা মহারাজা উচ্চবিদ্যালয় দেড়শ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে বইমেলার সূচনা হল। বইমেলার উদ্বোধন করেন, প্রখ্যাত সাহিত্যিক হর্ষ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, প্রধানশিক্ষক শ্রীমন্ত ঘোষ-সহ অনেকে। এই বইমেলা চলবে আগামী রবিবার পর্যন্ত। বইমেলায় কবি সম্মেলন থেকে শুরু করে সাহিত্যের উপর আলোচনা, নৃত্য, সংগীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হবে।

লিপির খবরের জের

স্কুলে রান্নাঘর তৈরি শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ গলসির বাকতা স্কুলে ছিল না মিড ডে মিলের রান্নাঘর। বৃষ্টি হলে রান্না হত পুরানো এবং ভগ্নপ্রায় একটি ঘরে। অন্য অবস্থায় খোলা আকাশের নিচে রান্না হত মিড ডে মিল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না এবং ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ানো হত মিড ডে মিল। বাকতা জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়ানোর জন্য কোন বেতন নেন না। স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রী ৫৩ জন। এই মুহূর্তে পঞ্চম এবং ষষ্ঠশ্রেণী রয়েছে স্কুলে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি বলেন, মিড ডে মিল রান্না করার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি রান্নাঘরের। সেই সমস্যা দূর হল। মিড ডে মিল রান্নাঘরের নির্মাণ কাজ শুরু হল বলে জানান প্রধানশিক্ষক। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বলেন, লিপি সংবাদপত্রকে ধন্যবাদ। লিপিতে স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নাঘরের সমস্যার কথা প্রকাশ হওয়ার পরেই কাজ শুরু হল মিড ডে মিল তৈরির রান্নাঘরের। শিক্ষিকা মৌলিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রান্নাঘরের সমস্যা সমাধান হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিল রান্না নিয়ে আর দুশ্চিন্তা থাকবে না।

পশ্চিম বর্ধমান ডিআইসিও-র পক্ষ থেকে আসানসোল ও দুর্গাপুরে গাঁজা চাষ রুখতে প্রচার করতে বার করা হল ট্যাবলো। নিজস্ব চিত্র

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম মদন বাউড়ি। বাড়ি আসানসোলের বেলিয়াতোড়ে। বুধবার সন্ধ্যায় তিনি বাইকে করে যাওয়ার সময় কয়লাবোঝাই ডাম্পারের সাথে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরে এলাকাবাসী ওই মৃতদেহটিকে রাস্তায় ফেলে রেখে ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে যায় আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে এলাকারবাসীরা বিক্ষোভ তুলে নেয়। পরে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। তবে এই ঘটনার পর ডাম্পারচালক পলাতক।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ কাঁকসা গোপালপুরে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। বছর তিনেক আগে বাঁকুড়া জেলার প্রিয়াঙ্কার বিবাহ হয় কাঁকসা গোপালপুরে সঞ্জয় শ্যামের সাথে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পায় বাড়ির লোক। খবর দেওয়া হয় কাঁকসা থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে উদ্ধার করে নিয়ে আসে মৃতদেহ। থানায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার বিডিও এবং যুগ্ম বিডিও। থানায় দাঁড়িয়ে মেয়ের বাড়ির অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে মেরে ফেলা হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রী | জ্যোতিষ আচার্য্য | জ্যোতিষ রত্ন
অ্যাস্ট্রো শান্তি
(গোল্ড মেডেলিস্ট)
বশীকরণ শ্রেষ্ঠ, হস্তরেখাবিদ, সংখ্যাতত্ত্ববিদ, বাস্তুবিদ
বিদ্যা, বিবাহ, চাকুরী, ব্যবসা, অবাধ্য সন্তান, বশীকরন, দাম্পত্য কলহ, স্বামী পরস্ত্রীতে আসক্ত, এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার গ্রহদোষ, মাঙ্গলিক দোষ, কালসর্পদোষ, শনির সাড়েসাতি প্রভৃতি
সমস্যার জ্যোতিষ ও তন্ত্রমতে ১০০% প্রতিকার করা হয়।
চেম্বার ঃ- আরামবাগ (প্রতি বুধবার), কামারপুকুর (প্রতি বৃহস্পতিবার), কোতুলপুর (প্রতি শুক্রবার) উদয়নারায়ণপুর (রবিবার), তারকেশ্বর (মঙ্গলবার), বিষ্ণুপুর
বুকিং - 9734726045 // 7318809071

বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্র
INFERTILITY CARE UNIT
খাতড়া ভারত সেবাশ্রম সংঘ, খাতড়া, বাঁকুড়া
ডাঃ বিশ্বজিত ঘোষ
Trained in Semenology and IVI (Delhi)
Advanced ART course in Embryologist. (Delhi)
সময় : প্রতি সোমবার সেন্টার ইনচার্জ : রাজীব ভট্টাচার্য্য।
মোবাইল : ৯৭৩২৬৯৮৮০১
এখানে নার্সিং (VNM) ও প্যারামেডিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়।

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222